দৈনিক
ইত্তেফাক

01 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নানান ত্রুটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, লেখালেখি কম হয়নি। কিন্তু গোড়ায় গলদ বলে একটি কথা আছে। এর জন্যে অভিভাবক থেকে শুরু করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ব্যবস্থাও অনেকাংশে দায়ী। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান নামে তিনটি বিভাগে এসএসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়, যাতে বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পরে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হয়। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন বিভাগ ঠিক করতে হয়। কিন্তু একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময়ে অনেক ছাত্রছাত্রীই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মানবিক বিভাগে এসএসসি পাস করা অনেকে দেখা গেছে এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করছে। আবার এইচএসসি-তে বিজ্ঞান বিভাগে পাস করে ডিগ্রীতে মা[illegible]কে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে চতুর্দশ শ্রেণী পর্যন্ত অনেক ছাত্রছাত্রীই তাদের পড়াশোনার গতিপথ ঠিক রাখতে পারছে না। এতে ফল হচ্ছে উল্টো। ছাত্রাবস্থায় এহেন অস্থিরতা ক্যারিয়ার গঠনের জন্য খারাপ। কারণ এতে করে একজন ছাত্র বা ছাত্রী এসএসসি-তে যা পড়লো, বিভাগ বদলানোর কারণে এইচএসসিতে তা ভুলে আবার নতুন করে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে মানবিক, বিভাগ থেকে যারা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে যাচ্ছে, তাদের অনেকেই নতুন বিষয়াদি রপ্ত করতে না পেরে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে। এভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করলেও নতুন করে সমস্যা দেখা দেয় কর্মজীবনে। আমাদের দেশে চাকরির বাজার মন্দা থাকার কারণে পড়াশোনা শেষ করে বিষয়ভিত্তিক চাকরি পাওয়া কঠিন। আবার নিয়োগদাতাদেরও কোনো নীতিমালা নেই। এতে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক এবং বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র সহজেই চাকরি পাচ্ছে। আবার মানবিক বিভাগের একজন ছাত্র এনজিওতে প্রথমে অফিসার বা সমমানের চাকরি করছে। ভালো রেজাল্ট করা একজন ছাত্র তার শিক্ষাজীবনে যা কিছু কষ্ট করে শিখেছে তা ভুলে গিয়ে কর্মজীবনের নতুন পরিবেশে সবকিছু নতুন করে শিখতে হচ্ছে। এতে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা না করা একজন ছাত্রকে কর্মজীবনে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতে ব্যক্তি যেমন তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে না, তেমনি জাতি তার সন্তানের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছে না। শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবনের এই পার্থক্যের কারণে বিড়ম্বনা দেখা দিচ্ছে বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি বা ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে। কানাডা, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ উন্নত অনেক দেশেই এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামার, কৃষিবিদ, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনিষ্ট, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশায় দক্ষ লোকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মেধাবী অনেক ছাত্রই সেসব জায়গায় দরখাস্ত করতে পারছে না। কারণ সেসব আকর্ষণীয় চাকরির পূর্বশর্ত হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা এবং কর্মজীবন। জাতিসংঘের বিভিন্ন অফিসে বাংলাদেশের যে কোটা আছে, অনেকেই তাতে আবেদন করতে পারছেন না। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের অবস্থান সুসংহত করতে তাই প্রস্তাব হলো–

এক) শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই বিষয় বদলানো গেলেও বিভাগ বদলানো যাবে না।

দুই) চাকরির ক্ষেত্রে বিষয় এবং বিভাগকে প্রাধান্য দেয়া।

তিন) চাকরিদাতা সংস্থাসমূহে চাকরির আগে এবং পরে আন্তর্জাতিকমানের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

কাজী রকীবুল ইসলাম,
সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড,
মালিবাগ মোড়, ঢাকা ১২১৭।